তারিখ 25 JAN 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

প্রথম আলো

পোশাককর্মী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

নড়াইলের রোকেয়া খাতুন, সুনামগঞ্জের সাদেকা বেগম বা গাজীপুরের সোনিয়া গোমেজের জীবনের গল্পটা অন্য পোশাকশ্রমিকদের মতোই। পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার কারণে মাঝপথে থেমে যায় লেখাপড়া। চাকরি নিতে হয় পোশাক কারখানায়। তবে লেখাপড়ার ইতি টানলেও বড় স্বপ্ন দেখার সাহস হারাননি তাঁরা। মনের জোর ও লড়াকু মানসিকতায় পূরণ হতে চলেছে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন। শুধু এই তিনজনই নন, মোট ২২ জন পোশাককর্মী এবার এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন।

ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের মধ্যে চট্টগ্রামের দুটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন চারজন। অন্যরা ঢাকার চারটি কারখানার পোশাককর্মী। 'পাথওয়েস ফর প্রমিজ' কর্মসূচির আওতায় তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

২২ নারী শ্রমিক ভর্তি হলেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে

গতকাল রোববার দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের মেহেদীবাগে বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কামাল আহমেদ, মোহাম্মদী গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুবানা হক, পাথওয়েস ফর প্রমিজ কর্মসূচির সমন্বয়ক মৌমিতা বসাক, সহকারী সমন্বয়ক রায়হানা রাহা এবং ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের পক্ষে শাহনাজ আরা খানম।

পাথওয়েস ফর প্রমিজ কর্মসূচির সমন্বয়ক মৌমিতা বসাক *প্রথম আলোকে* জানান, গত বছরের নভেম্বরে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। এতে চট্টগ্রাম ও ঢাকার বিভিন্ন পোশাক কারখানার ৬৫৩ জন অংশ নেন। তাঁদের মধ্য থেকে ডিসেম্বরে ২২ জনকে ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়। তিনি বলেন, 'প্রথমে পোশাক কারখানার মালিকদের সঙ্গে কথা বলি। তাঁরা রাজি হওয়ার পর কারখানায় কর্মরত উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ কর্মীদের সামনে ভর্তির বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। সেখান থেকে আগ্রহীরা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন এবং ২২ জন নির্বাচিত হন।'

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ভর্তির প্রথম এক বছর ফাউন্ডেশন কোর্স করতে হয়। তবে ২২ ছাত্রীকে এই কোর্স করতে হবে দুই বছর। এই সময়ে তাঁদের ইংরেজি, গণিত ও কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। এরপর তাঁরা মূল ব্যাচের সঙ্গে পড়াশোনা শুরু করবেন। অনুষ্ঠানে মোহাম্মদী গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুবানা হক ২২ ছাত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা আমাদের হিরো। আপনারা ২২ জন আমাদের জন্য অনেক বড় একটি জায়গা দেখিয়েছেন।' তিনি বলেন, 'আপনারা যখন সেলাই মেশিনের পাশে কিংবা পেছনে বসে থাকেন, তখন আপনাদের চোখে কোনো স্বপ্ন থাকে না। তবে আপনারা ২২ জন স্বপ্ন দেখার যে সাহস দেখিয়েছেন, তার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আপনারা অন্য যে কারও চেয়ে অনেক বেশি সাহসী। আগামী পাঁচ বছর এখানে (এইউডব্লিউ) আপনারা মাথা উঁচু করে থাকবেন, হাল ছেড়ে দেবেন না। আমরা আপনাদের পাশে থাকব সব সময়।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কামাল আহমেদ বলেন, সমাজের সর্বস্তরের নারীকে শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টার অংশ এটি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা দেবে। তাঁদের থাকা, খাওয়া, টিউশন ফি, বই, স্বাস্থ্যসেবাসহ যাবতীয় খরচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহন করবে। এই কর্মসূচিতে সহযোগিতা করছে দেশের পাঁচটি পোশাক কারখানা—মোহাম্মদী গ্রুপ, পউ চেন গ্রুপ, সানমান গ্রুপ, অনন্ত গ্রুপ ও নিট কনসার্ন।